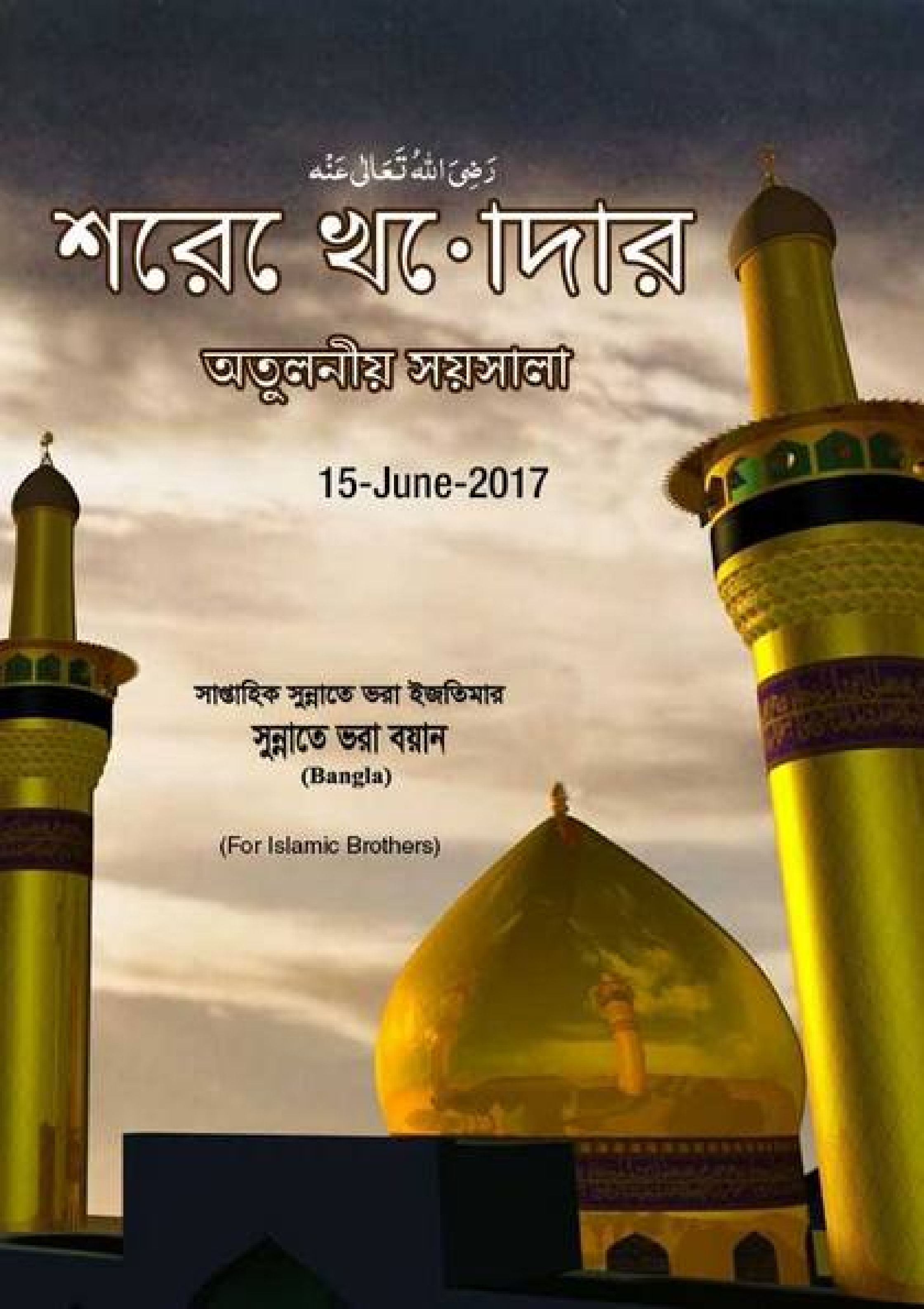

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

শেরে খোদার

অতুলনীয় ফয়সালা

15-June-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰہ

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলার** কিছু ফিরিশতা জমিনে ভ্রমন করে এবং দরূদ শরীফ পাঠকারীর দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছিয়ে থাকে।

(নাসায়ী, কিতাবুস সাহু, বাবুস সালাম আলান নবী, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৭৯)

হাম গরীবোঁ কে আক্বা পে বে হদ দরূদ,
হাম ফকীরোঁ কি সরওয়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: “نِیَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَی الله! ,اُذْکُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১০০ দিনার এবং দু'জন প্রতারক ব্যক্তি

একবার কোরাইশ গোত্রের এক মহিলার নিকট দু'জন ব্যক্তি আসলো এবং তারা সেই মহিলার নিকট আমানত স্বরূপ ১০০ দিনার জমা রাখলো আর বললো যে, আমরা উভয়ে একত্রে আসলেই এই আমানত ফিরিয়ে দিবেন, আমাদের মধ্যে একা কেউ আসলে তবে কখনো দিবেন না, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি আসলো এবং সেই মহিলাকে বললো: আমার সাথী মৃত্যু বরণ করেছে, সেই ১০০ দিনার আমাকে ফিরিয়ে দিন। মহিলাটি অস্বীকার করে বললো: তোমরা শর্ত দিয়েছিলো যে, আমরা উভয়ে একত্রে আসলেই তবে আমানত আদায় করবেন, আমাদের মধ্যে কোন একজনকে দিবেন না, সুতরাং তোমাকে দিবো না। সেই ব্যক্তি মহিলার আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদের বাধ্য করলো যে, সেই মহিলাকে যেন চাপ প্রয়োগ করে আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জন্য, অবশেষে সবার জোরাজোরিতে মহিলাটি সেই ১০০ দিনার তাকে দিয়ে দিলো, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর অপর ব্যক্তি আসলো এবং নিজের দিনার চাইতে লাগলো, মহিলাটি বললো: তোমার সাথী আমার নিকট এসেছিলো এবং সে তোমার সম্পর্কে এরূপ বললো যে, তুমি মারা গেছো, অতএব আমি তাকে সব দিনার দিয়ে দিয়েছি। যাহোক এই মামলা প্রথমে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট পেশ করা হলো, কিন্তু মহিলার

অনুরোধে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সেই দু'জনকে হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন, মহিলার নিকট ঘটনার বিস্তারিত শুনে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ অনুমান করে নিলেন যে, দুই সাথী মিলে মহিলাটিকে ধোকা দিয়েছে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সেই ব্যক্তি বললেন: তোমরা উভয়ে কি এই মহিলাকে বলোনি যে, যতক্ষন আমরা উভয়ে একসাথে আসবো না, আমাদের একা কাউকে সেই দিনার দিবে না? সে বললো: জি হ্যাঁ, আমরা এটাই শর্ত দিয়েছিলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: তোমার মাল আমার দায়িত্বে রয়েছে, যাও! তোমার সাথীকে নিয়ে এসো যেন তোমাদের আমানত তোমাদেরকে আদায় করে দিতে পারি। (কিতাবুল আযকিয়া, বাবুস সামিন, ৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কাহিনী থেকে জানা গেলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে **আল্লাহ্ তাআলা** অশেষ জ্ঞানের পাশাপাশি উচ্চ পর্যায়ের মেধাগত যোগ্যতা দ্বারাও ধন্য করেছেন, এই কারণেই তিনি তাঁর মেধা দ্বারা সেই মহিলাকে দু'জনের ধোকার কারণে আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।

মনে রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর মহান সত্ত্বায় অনেক উৎকর্ষতা এবং গুণাবলী নিজের মাঝে একত্রিত করে রেখেছেন, যেমন; তিনি শেরে খোদাও এবং **রাসূলের** জামাতাও ছিলেন। হায়দারে কার্‌রারও (শক্তিশালী সিংহ) এবং দানশীলও, সাহসীকতার অধিকারীও এবং ইবাদত ও রিয়াযতকারীও, বাকপটুও ছিলেন এবং জ্ঞানীও ছিলেন, মোটকথা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ অনেক উৎকর্ষতা ও গুণাবলীর সমষ্টি ছিলেন এবং প্রত্যেকটি উৎকর্ষতা ও গুণে একটি আলাদা এবং বিশেষ স্থান রাখতেন। আসুন! তাঁর মোবারক জীবনির কল্যাণময় আলোচনা থেকে কিছু বরকত অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করি:

তাঁর নাম ও বংশ

তাঁর নাম "আলী বিন আবু তালিব" এবং উপাধী "আবুল হাসান" এবং "আবু তুরাব"। তিনি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা

www.dawateislami.net

আবু তালিবের ছেলে এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাত ভাই। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের নাম "ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশিম", যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, হিজরত করেছিলেন এবং মদীনায় ওফাত গ্রহণ করেন।

(মা'রিফাতুস সাহাবা, মা'রিফাতু নাসবুহু আলী বিন আবী তালিব, ১/৯৫)

তাঁর ইসলাম গ্রহণ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ শিশুকালেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যে সময় হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণ করছেন তখন তাঁর বয়স ছিলো ৮-১০ বছর।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪৬৪)

তাঁর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর পবিত্র সত্বা শিশুকাল থেকেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুনযরে ছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশেই ছিলেন, তাঁর অসংখ্য বিশেষত্বের মধ্যে একটি বিশেষত্ব হলো; তিনি **দু'জাহনের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাত ভাই হওয়ার পাশাপাশি **"আকদে মাওয়াখাত"** (অর্থাৎ সেই চুক্তি যা **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসার ও মুহাজিরদের পরস্পর ভাই বানিয়েছিলেন) এর ভিত্তিতেও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভাই।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনা শরীফে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কাঁদতে কাঁদতে **রিসালতের** দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু আমাকে কারো ভাই বানাননি, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَنْتَ اَخِیْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ অর্থাৎ (হে আলী) তুমি দুনিয়াতেও আমার ভাই এবং আখিরাতেও আমার ভাই।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে আলী বিন আবী তালিব, ৫/৪০১, হাদীস নং-৩৭৪১)

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কিরূপ মান ও মর্যাদা ছিলো যে, **হুযুর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চরম স্নেহ প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের দ্বীনি ভাই বানিয়ে নিলেন, শুধু তাই নয় বরং **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এমন শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে ভালবাসা **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসা এবং তাঁর সাথে শত্রুতা **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে শত্রুতা পোষণ করা ঘোষনা করেছেন। যেমনিভাবে-

আলীর শত্রু, আল্লাহ্র শত্রু

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ اَحَبَّ عَلِیًّا فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَحَبَّنِیْ فَقَدْ اَحَبَّ اللہ অর্থাৎ যে আলীকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে আমাকে ভালবাসলো, সে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসলো, وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِیًّا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ وَمَنْ اَبْغَضَنِیْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللہ অর্থাৎ যে আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো এবং যে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, সে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে শত্রুতা পোষণ করলো। (মু'জামুল কবীর, আবু তুফাইল আন উম্মে সালামা, ২৩/৩৮০, হাদীস নং-৯০১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন: مَنْ سَبَّ عَلِیًّا فَقَدْ سَبَّنِیْ অর্থাৎ যে আলীকে মন্দ বললো, তবে আসলে সে আমাকেই মন্দ বললো। (সুনানে কুবরা, কিতাবুল খাছাইছ, ৫/১৩৩, হাদীস নং-৮৪৭৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসকল হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর **হুযুরে আকরাম নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এতই নৈকট্য রয়েছে যে, যেই ব্যক্তি আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শানে বেআদবী করলো তবে যেন সে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শানে বেআদবী করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এবং আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আদব ও সম্মান করার এবং তাঁর শান ও মহত্বকে নিজের অন্তরে ধারণ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

জিস কিসি কা মে হুঁ মাওলা উস কি মাওলা হে আলী,
হে ইয়ে কওলে মুস্তফা মাওলা আলী মুশকিল কোশা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

“হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত” রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শান ও মহত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসারে চলতে এবং তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা **“হযরত আলী** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **এর কারামত”** অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। এই রিসালায় ❀ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে প্রকাশিত হওয়া অসংখ্য কারামতের আলোচনা ❀ তাঁর জ্ঞান ও আমলের ফযীলতের বর্ণনা ❀ তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করার প্রতিদান এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করার পরিনতি ❀ সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শান ও মহত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা ❀ **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়া সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন, অপর ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন আর সাধ্যানুযায়ী অধিক সংখ্যক সংগ্রহ করে বন্টন করার নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আলীউল মুরতাদার জ্ঞানের পরিধি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সত্বাগত ও চরিত্রগত গুনাবলী, উত্তম চরিত্র, জীবন অতিবাহিত করার ধরন, দিন রাত ইবাদত করার আগ্রহ, তাকওয়া ও পরহেযগারী, তাঁর অশেষ জ্ঞানের সেবা এবং এরূপ অসংখ্য গুনাবলী আর উৎকর্ষতা তাঁর পবিত্র সত্বায় সম্পৃক্ত ছিলো, তাঁর জ্ঞানময় কৃতিত্ব ছিলো আশ্চার্যজনক, বড় বড় ফুকাহায়ে কিরাম এবং মুফতিয়ানে কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে হযরত

সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি মুখাপেক্ষী পরিলক্ষিত হতো, শুধু তাই নয় বরং এই জ্ঞানের কারণেই তাঁর শান ও শওকত ফুকাহা সাহাবীদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ মাঝেও পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলো। জি, হ্যাঁ! সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিকটও তাঁর মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক উচ্চতর ছিলো। আসুন! তাঁর জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মোবারক বাণী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

সাহাবায়ে কিরামের নিকট হযরত আলীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জ্ঞানের মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: আমরা যখনই হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট কোন মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম তবে সর্বদা সঠিক উত্তরই পেতাম। ❀ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: মদীনাবাসীরা আলী বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকেই ফয়সালা করাতেন ❀ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবাদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছাড়া কেউ এরূপ বলার ছিলো না যে, যা কিছু জানার আমার কাছ থেকে জেনে নাও। (আসাদুল গা'বা, আলী বিন আবী তালিব, ইলমুহু رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, ৪/১০৯)

❀ এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উচ্চ জ্ঞানের যোগ্যতা এবং শরীয়াতের মাসয়ালা মাসায়িলে ভরা যোগ্যতার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর মতো মহান আলীমা যিনি কিনা তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খেলাফতের যুগেই সম্পূর্ণ রূপে ইফতা (ফতোওয়া প্রদান) পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং যাঁর কোরআনের জ্ঞান, উত্তরাধিকারী জ্ঞান, চিকিৎসা জ্ঞান, হালাল ও হারাম, আরবী বাণী সমূহ, বংশীয় জ্ঞানের পান্ডিত্ব অর্জিত ছিলো, এমন মহৎ জ্ঞাণী ব্যক্তিত্বের সামনে একবার হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আলোচনা হলে তিনি (আয়েশা সিদ্দিকা) رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হাদীসের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।

(তারীখুল খোলাফা, আলী বিন আবী তালিব, ১৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামের এই বাণী সমূহের আলোকে জানা গেলো, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আজিমুশ্শান মেধা এবং অবস্থাদি বুঝার ভরপুর সক্ষমতার প্রতি সকলেরই স্বীকারোক্তি ছিলো, বরং দ্বিতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যিনি নিজেও অনেক বড় বিচারক ছিলেন বরং উম্মতের সর্বপ্রথম বিচারকই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন এবং মানুষের অনৈক্যকে সমাধান করার জন্য শহরে শহরে বিচারক নিয়োগ করার সয়ং-সম্পূর্ন ব্যবস্থার প্রবর্তকও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন। (আল আউয়ায়িলি লিল আসাকিরি, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) কিন্তু এতো বড় বিচারক হওয়ার পরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর খেলাফতের যুগে অনেক সময় হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপস্থিতি ছাড়া কোন বিচার করতেন না। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দৃষ্টিতে হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর যে মান ও মর্যাদা ছিলো, তা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একবার এইভাবে বর্ণনা করেন: عَلِیٌّ اَقْضَانَا অর্থাৎ হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় বিচারক।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আল আনসার, ৮/৬, হাদীস নং-২১১৪৩)

স্বয়ং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও তাঁকে সবচেয়ে বড় বিচারক ঘোষনা করে ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক হলো আলী বিন আবি তালিব।" (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ফাযায়িলে খাবাব, ১/১০২, হাদীস নং-১৫৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিচার করার যেরূপ স্বয়ং সম্পূর্ণ যোগ্যতা এবং ফারুকী যুগের সকল বিচারকদের উপর যে সম্মান অর্জিত ছিলো তার অনুমান এই বিষয়টি থেকেও নেয়া যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আদালতে বিভিন্ন সময়ে যে মামলা আসতো তার সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "**ফয়যানে ফারুকে আযম**" ২য় খন্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: অনেক সময় তো সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বড় বড় সাহাবীদের পরামর্শ সহকারে এরূপ জটিল মাসয়ালা স্বয়ং সমাধান করে নিতেন। কিন্তু অনেক সময় এমনও হতো যে, সকল প্রচেষ্টা সত্বেও কোন মাসয়ালার

www.dawateislami.net

সমাধান হচ্ছে না, এমন পরিস্থিতিতে সমাধানের জন্য আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর দরবারে একজন বিশেষ জজও (বিচারক) নিযুক্ত রেখেছিলেন, যাকে আমরা আজ আমীরুল মু'মিনীন, মাওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই মোবারক নামে স্মরণ করে থাকি, যখনই কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতেন তখন সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে ডাকতেন এবং সমস্যাটি তাঁর সামনে রাখতেন অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তা সমাধান করে দিতেন। (ফয়যানে ফারুকে আযম, ২/৩০৮)

অনেক সময় তো খুবই জটিল বিষয়কে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এমনই সহজে সমাধান করে দিতেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রশংসা না করে পারতেন না। আসুন! এপ্রসঙ্গে ৩টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

মেয়ে প্রত্যেক ব্যাপারে ছেলের অর্ধেক

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; ফারুকী খেলাফতে আদালতের জজ হযরত সায়্যিদুনা কাযী শরীহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর নিকট একটি আশ্চার্যজনক মামলা এলো, যার সমাধানের জন্য তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, মামলার বিস্তারিত বিবরণ শুনে সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُও খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সমাধানের জন্য সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان একত্রিত করলেন এবং তাঁদের সামনে তা পেশ করলেন আর বললেন: اَشِیْرُوْا عَلَیَّ অর্থাৎ আপনারা পরামর্শ দেন যে, এসম্পর্কে কি করা যায়? সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: জনাব, আপনিই তো আমাদের আশ্রয়স্থল, আপনিই তো রয়েছেন যার উপর আমরা নির্ভর করি। যাইহোক যখন এর কোন সমাধান হলো না তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং কাযী শরীহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ও মামলা সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী

رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট পৌঁছলেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আদেশে হযরত সায়্যিদুনা কাযী শরীহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট মামলার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে আরয করলেন: হুযুর! এই দু'জন মহিলা এক জন করে সন্তান জন্ম দিয়েছে, একজন ছেলে আর একজন মেয়ে জন্ম দিয়েছে। কিন্তু দু'জনই ছেলে জন্ম দেয়ার দাবী করছে, মেয়েকে কেউ গ্রহণ করছে না। একথা শুনে মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একটি খড়কুটা উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন: اِنَّ الْقَضَاءَ فِيْ هٰذَا اَيْسَرُ مِنْ هٰذِهٖ অর্থাৎ এই মামলার বিচার তো এই খড়কুটা উঠানোর চেয়েও অধিক সহজ। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই দু'জন মহিলাকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা দু'জন নিজের সব দুধ দু'টি আলাদা আলাদা পাত্রে ঢেলে নিয়ে এসো, যখন তারা উভয়ে আলাদা আলাদা পাত্রে নিজ নিজ দুধ নিয়ে আসলো এবং তা যখন ওজন করা হলো তখন একজনের দুধ অপরজনের দুধ থেকে দিগুণ হলো, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সমাধান দিতে গিয়ে বলেন: কন্যা সন্তান তার যার দুধ কম এবং পুত্র সন্তান তার যার দুধ বেশি। অতঃপর মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা কাযী শরীহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে বললেন: তুমি কি জানো না যে মেয়ের দুধ ছেলের অর্ধেক হয়ে থাকে, কন্যার পৈত্রিক সম্পত্তি পুত্রের পৈত্রিক সম্পত্তির অর্ধেক হয়ে থাকে, কন্যার জ্ঞান পুত্রের জ্ঞানের অর্ধেক হয়ে থাকে, মেয়ের সাক্ষ্য ছেলের সাক্ষ্যের অর্ধেক হয়ে থাকে বরং মেয়ে সব বিষয়ে ছেলের অর্ধেক হয়ে থাকে। এই ফয়সালা শুনে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই আশ্চার্য হলেন এবং এভাবে প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন: হে আবুল হাসান! **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এমন কোন বিপদে বা এমন কোন শহরে একা না ছাড়ুক, যেখানে আপনি আমার সাথে থাকবেন না।

(কানযুল উম্মাল, ৫ম অধ্যায়, ৩/৩৩০, হাদীস নং-১৪৫০৪)

ইলম কা মে শহর হোঁ দরওয়াযা উস কা হে আলী,
হে ইয়ে কওলে মুস্তফা মাওলা আলী মুশকিল কোশা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ফারুকে আযমের দৃষ্টিতে মাওলা মুশকিল কোশার গুরুত্ব

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর দরবারে এমন এক মহিলাকে উপস্থাপন করা হলো, যে শরয়ী সাক্ষ্য এবং প্রমাণের আলোকে অপরাধী ঘোষিত হলো, তখন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এই মহিলার জন্য শরীয়াত অনুযায়ী ফয়সালা বর্ণনা করে দিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই বিষয়ের একটি বিশেষ দিকের প্রতি হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মনোযোগ ছিলো না। যখন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এই দিকটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে খাত্তাব رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর ফয়সালা ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: لَوۡ لَا عَلِیٌّ لَّهَلَکَ عُمَرُ অর্থাৎ যদি (হযরত) আলী না হতো তবে ওমর ধ্বংস হয়ে যেতো। (আল ইস্তিয়া'ব, বাবু হরফুল আইন, ৩/২০৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমন যেন না হয় যে, এই ঘটনাগুলো শুনে আমরা নিজেরাও দ্বীনি মাসয়ালায় ধারনা করা শুরু করে দিচ্ছি এবং নিজের ধারনা অনুযায়ী মানুষকে মাসয়ালা বর্ণনা করে ফিরছি বা নিজের অনুমানের ভিত্তিতে দ্বীনি ব্যাপারে মানুষের মাঝে ফয়সালা করা শুরু দেই, মনে রাখবেন! এই কাজ শুধুমাত্র ওলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের, সুতরাং আমাদের সর্বাবস্থায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه এর দেয়া মাদানী চিন্তা অনুযায়ী ওলামা ও মুফতিয়ানে কিরামেরই পথনির্দেশনা নেয়া উচিৎ। আসুন! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর এসম্পর্কে কিরূপ আচরণ হতো, তা লক্ষ্য করুন:

আমি যেন সেখানে না থাকি যেখানে মাওলা আলী নাই

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হজ্ব এর জন্য তাশরীফ নিয়ে গেছেন, তিনি কাবার তাওয়াফ করাবস্থায় হাজরে আসওয়াদের দিকে তাকিয়ে বললেন: আমি জানি যে, তুমি শুধুমাত্র একটি পাথর, যা না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি এবং যদি আমি **দু'জাহানের মালিক ও মুখতার, মক্কী মাদানী তাজেদার**

www.dawateislami.net

صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমি কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না অতঃপর তিনি তা চুম্বন করলেন। তা শুনে মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! নিশ্চয় এই পাথর লাভও করে এবং ক্ষতিও করে। বললেন: কিভাবে? আরয করলেন: নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কাল কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে এই অবস্থায় আনা হবে যে, তার বাকশক্তি থাকবে, যার মাধ্যমে তা সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক ব্যক্তি তাকে ঈমানের অবস্থায় চুম্বন করেছে। হে আমীরুল মু'মিনীন! এটিই তার লাভ এবং ক্ষতি। একথা শুনে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: হে আবুল হাসান! আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট এই বিষয়ে প্রার্থণা করছি যে, আমি যেন এমন সম্প্রদায়ে না থাকি যে সম্প্রদায়ে আপনি থাকবেন না। (শুয়াবুল ঈমান লিল বাইহাকী, বাবু ফিল মানাসিক, ফযীলতে হাজরে আসওয়াদ, ৩/৪৫১, হাদীস নং-৪০৪০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আহলে বাইতের সত্যিকার ভালবাসা

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে কিইবা বলবো! তিনি দ্বিতীয় খলিফা, সকল ঈমানদারদের আমীর, ইরান ও রোম বিজয়ের অগ্রনায়ক, যার নামের ভয়ে সকল কাফেররা আতঙ্কে থাকতো, যার ছায়া থেকেও অভিশপ্ত ইবলিশ পালিয়ে বেড়াতো, যার বারগাহে **রিসালতে** "মুহাদ্দাস" অর্থাৎ ইলহামী বক্তার খেতাব অর্জিত ছিলো, যিনি বারগাহে **রিসালত** থেকে "ফারুক" উপাধী পেয়েছিলেন, যার সমর্থনে কোরআনে পাকে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাকে সর্বপ্রথম মুসলমানরা "আমীরুল মু'মিনীন" বলে ডেকেছেন, এমনই জলিলুল কদর ব্যক্তির অন্তরে নিজের **সত্য নবী হুযুরে মুকাররম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইতের মহত্ব ও ভালবাসার কিরূপ অবস্থা ছিলো যে, তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থন তো কোরআনই করে থাকে কিন্তু তিনি মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর আদালতের বিশেষ জজ এবং নিজের বিশেষ সহকারী বানিয়েছিলেন, একটু ভাবুনতো! এই সম্পর্ক কতইনা প্রিয় যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খলিফা ছিলেন সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ স্বয়ং সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বিচারক নিযুক্ত করেন এবং সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বিচার ব্যবস্থায় মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে নিজের সহকারী এবং বিশেষ জজ নিয়োগ করেন। নিঃসন্দেহে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বিশেষ জজ বানানো এবং তাঁকে নিজের বিশেষ সহকারী বানানো আহলে বাইতদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ প্রতি গভীর প্রেম ও ভালবাসার প্রমাণ বহন করে।

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, নিজের অন্তরকে আহলে বাইতের সত্যিকার ভালবাসার কেন্দ্র বানিয়ে তোলা এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এবং আহলে বাইতের সত্যিকার ভালবাসা পোষণকারীদের সঙ্গ অবলম্বন করুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। কেননা, এখানে শুধু ইশ্‌কে রাসূল নয় বরং সাহাবার ভালবাসা, আহলে বাইতের ভালবাসা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের ভালবাসার সূধাও পান করানো হয়, আমাদের উচিৎ, শুধু এই মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকা নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট এই মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব থাকার দোয়াও করতে থাকা, অন্যদেরকেও এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষন আমরা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর অতুলনীয় ফয়সালা সম্পর্কে যে ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী শ্রবণ করলাম, তাতে তাঁর ফয়সালার যোগ্যতার শান ও মহত্ব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যেই মামলার ফয়সালা করা অন্যের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তার ফয়সালা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খুব সহজেই করে দিতেন। কেননা, তাঁর ফয়সালা করার এই খোদাপ্রদত্ত সক্ষমতা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক দোয়ার সদকায় নসীব হয়েছিলো।

www.dawateislami.net

ফয়সালা করতে কখনো অসুবিধা হয়নি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ স্বয়ং বলেন: একবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইয়ামেনে বিচারক বানিয়ে পাঠালেন, তখন আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাকে ইয়ামেন প্রেরণ করছেন, ইয়ামেন বাসীরা আমার নিকট মামলার ফয়সালার জন্য আসবে, অথচ আমার এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার নিকটে এসো। আমি কাছে আসলাম, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুকে হাত মারলেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্**! এর অন্তরকে আলোকিত করে দাও এবং তাঁর মুখে প্রভাব দান করো। (হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন) শপথ! সেই সত্বার, যিনি ছোট বীজ থেকে বড় গাছ সৃষ্টি করেন, সেই দোয়ার পর থেকে আমি উভয় পক্ষের মধ্যে ফয়সালা করতে কখনো সংশয় ও সন্দেহে পতিত হইনি।

(আসাদুল গা'বা, আলী বিন আবি তালিব, ইলমুহু رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, ৪/১০৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

"মাদানী ইনআমাত"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মহত্বকে বাড়াতে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে অধিকহারে নেকী অর্জন করতে, নিজের চরিত্রকে সাজাতে এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণকে পরিস্কার-পরিছন্ন করতে, নিজের কবর ও আখিরাতকে উত্তম থেকে উত্তমতর বানাতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী ইনআমাত"** এর রিসালা জমা করানো।

মাদানী ইনআমাত মাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে রমযানুল মোবারক মাসকে **মাদানী ইনআমাত মাস** হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه বলেন: (২৯ শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪৩৮ হিজরি থেকে পুরো

www.dawateislami.net

রমযানুল মোবারক মাস পর্যন্ত) **মাদানী ইনআমাত মাস** হিসেবে উদযাপন করা হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ। আপনিও **মাদানী ইনআমাত মাস** উদযাপনের নিয়্যত করে নিন এবং নিজের জন্য **মাদানী ইনআমাতের** ১২ মাসের জন্য ১২টি রিসালা কিনে নিন আর প্রতি মাসে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালার খালি ঘর পূরণ করে মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজের এলাকার **মাদানী ইনআমাতের** যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন।

আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ্! যে কেউ সত্য অন্তরে আন্তরিকভাবে **মাদানী ইনআমাতের** উপর আমল করে, প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে রিসালার খালি ঘর পূরণ করে এবং প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজের যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, **তাকে এর পূর্বে মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ সে কলেমা পাঠ করে না নিবে।** আমীন

মাদানী ইনআমাত আসলে নিজের আমলকে যাচাই করার একটি সহজ এবং প্রভাবময় পদ্ধতি, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে একে ফিক্‌রে মদীনা বলা হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی শুধু নিজেই নিজের আমলকে যাচাই করতেন না বরং মানুষদেরকেও আখিরাতের চিন্তা করার মানসিকতা প্রদান করতেন, যেমনটি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেনঃ নিজের আমলের হিসাব করে নাও এর পূর্বে যে, এর হিসাব করা হবে এবং নিজের পরিসংখ্যান করে নাও এর পূর্বে যে, তোমার থেকে হিসাব নেয়া হবে, নিশ্চয় তা তোমাদের উপর কিয়ামতের দিনের হিসাব থেকে সহজ হবে এবং মহৎ উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওমর বিন খাত্তাব, ১/৮৮, নম্বর-১৩৫)**

মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ

যমযম নগর হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ শপথকৃত বর্ণনা যে, ১৪২৬ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জব মাসের এক রাতে আমার স্বপ্নে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান যিয়ারত নসীব হয়ে হলো, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো এবং রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো, শব্দগুলো ছিলো এরূপঃ "যে ব্যক্তি এই মাসে নিয়মিতভাবে মাদানী ইনআমাত সম্পর্কিত ফিক্‌রে মদীনা করবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"

www.dawateislami.net

খুব খেদমত সুন্নাতোঁ কি রাত দিন করতে রাহো,
তুম রিসালা মাদানী ইনআমাত কা ভরতে রাহো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের পবিত্র মাস আমাদের মাঝে তার বরকত ও রহমত লুটিয়ে যাচ্ছে, এই মোবারক মাসে যেমনটি অনেক বুযুর্গের ওরশ উদযাপন করা হয় এবং তাঁদের কল্যাণময় আলোচনা করা হয়, তেমনি **আল্লাহ্ তাআলার** একজন নেক বান্দা এবং নৈকট্যশীল ওলীর জন্মদিনও উদযাপন করা, যাকে দুনিয়া আজ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নামে চেনে আর সত্য অন্তরে তাঁর নেক নামী এবং মহত্বকে স্বীকার করে। আসুন! রমযানুল মোবারকে তাঁর শুভ জন্মদিনের প্রসঙ্গে তাঁর কিছু বরকতময় আলোচনা শ্রবণ করি:

আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২৬শে রমযানুল মোবারক ১৩৬৯ হিজরী অনুযায়ী ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর বাবুল মদীনা করাচীতে জন্মগ্রহন করেন। আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাপদাদা ভারতের গ্রাম "কুতিয়ানা (জুনাগড়)" এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দাদাজান আব্দুর রহিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নেকনামী এবং ধর্মানুরাগী "কুতিয়ানা"য় প্রসিদ্ধ ছিলো। যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সম্মানিত পিতামাতা হিজরত করে পাকিস্তানে তাশরিফ নিয়ে আসেন। প্রথমদিকে বাবুল ইসলামের (সিন্ধ) প্রসিদ্ধ শহর হায়দারাবাদে বসবাস করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর বাবুল মদীনা (করাচী) আসেন এবং সেখানেই স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।

www.dawateislami.net

ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

তাঁর ইলমে দ্বীন অর্জনের অশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিলো, এই কারণেই তিনি যৌবনেই দ্বীনের জ্ঞানের অলঙ্কারে শোভিত হয়ে যান। তিনি জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে কিতাব পাঠ এবং ওলামায়ে কিরামের সঙ্গ অবলম্বন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিলেন মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী ওয়াকারুদ্দিন কাদেরী রযবী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে এবং ধারাবাহিক ভাবে ২২ বছর তাঁর বরকতময় সহচর্যে থেকে ফয়য অর্জন করতে থাকেন, অতঃপর একটি সময় তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه কে তাঁর খেলাফত ও ইযাযত দ্বারাও ধন্য করেন।

তাঁর দৈনন্দিন জীবনাচার

❀ তাঁর জীবন সময়ে নিয়মানুবর্তিতা এবং ধারাবাহিতা ও অটলতার জন্য প্রসিদ্ধ, তিনি ধারাবাহিকভাবে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতেন এবং সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। ❀ তিনি সাধারণত সাদা এবং সাধারন পোষাক ইস্তারী ব্যতীত ব্যবহার করা পছন্দ করেন, আর মাথায় ছোট সাইজের সাধারন সবুজ রঙের পাগড়ী পরিধান করেন। ❀ তাঁকে মানুষের সংশোধনের ব্যাপারে খুবই অগ্রগামী লক্ষ্য করা যায়। ❀ তিনি কখনো কারো শরীয়াত বিরোধী বা সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ দেখে চুপ থাকেন না বরং সাথেসাথেই সুন্দর ও উত্তম পদ্ধতিতে প্রেম ভালবাসা প্রদর্শন করে তাকে সংশোধন করে দেন। ❀ এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে ইলমে দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা এবং সকলেরই আগ্রহ শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষার দিকে ধাবিত হওয়ার কারণে আর দ্বীনি মাসয়ালা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে চারিদিকে মূর্খতা ছড়িয়ে পড়ছে, এমনই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে তিনি দিনরাত দ্বীনি খেদমতে লিপ্ত থাকেন, এমনকি তিনি ১৪০১ হিজরী অনুযায়ী ১৯৮১ সালে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ন্যায় মহৎ এবং বিশ্বময় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ❀ নিঃসন্দেহে তাঁর মোবারক সত্বার সাথে সম্পৃক্ত মানুষের জীবনে মাদানী বিপ্লব এসে যাচ্ছে, মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলী শায়খে

www.dawateislami.net

তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর উদারতার আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর প্রদত্ত মাদানী উদ্দেশ্যকে সফল করাতে সচেষ্ট থাকা যে, **“আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে”** اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা’ওয়াতে ইসলামী** সুন্নাতে ভরা অরাজনৈতিক **“মসজিদ ভরো সংগঠন”** হওয়ার পাশাপাশি **“মসজিদ বানাও সংগঠন”**ও বটে, এই মাদানী সংগঠন এই অঙ্গীকার পোষন করে যে, যেকোন ভাবেই উম্মতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নামাযী এবং আশিকে রাসুল হয়ে যাক, মসজিদের সৌন্দর্য্য ফিরে আসুক, চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত ছড়িয়ে যাক, **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে মসজিদকে পূর্ন করার পাশাপাশি নতুন মসজিদ বানানোর ধারাবাহিকতা চলমান রয়েছে, এই মুহুর্তেও দেশ বিদেশে খুদ্দামুল মাসাজিদের অধীনে অসংখ্য মসজিদ নির্মানাধীন রয়েছে, অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়ে গেছে, যাতে বর্তমানে নামাযও পড়ানো হচ্ছে, কোরআনের তিলাওয়াত এবং দরূদ ও সালামের ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে। আমাদেরও উচিৎ, মসজিদকে পূর্ন করার পাশাপাশি নির্মানাধীন মসজিদের ব্যয়ে সাধ্যানুযায়ী নিজেও অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা। **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা** আমাদেরকে মন খুলে **তাঁর** পথে ব্যয় করার তৌফিক নসীব করুক। আমীন

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সর্বাবস্থায় সদকা করো

আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যদি তোমাদের নিকট দুনিয়ার সম্পদ আসে, তবে তা থেকে কিছু ব্যয় করো। কেননা, ব্যয় করাতে তা শেষ হয়ে যাবে না এবং যদি দুনিয়ার সম্পদ তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তবুও তা থেকে কিছু খরচ করো। কেননা, তা অবশিষ্ট থাকার নয়। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৭৩৮)**

www.dawateislami.net

মুঝ কো দুনিয়া কি দৌলত না যর চাহিয়ে,
শাহে কওসার কি মিঠি নযর চাহিয়ে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা খুযাইফা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: ধর্মীয়ভাবে গুনাহগার এবং জীবনে নিঃস্ব ও অসহায় অনেক লোক শুধুই নিজের দানশীলতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৭৪০)

বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখিলা ইয়া রব!
পড়োসী খুলদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** হকপন্থী বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক, মসজিদ ভরো সংগঠন, যা দ্বীনের প্রসারে প্রায় ১০৩টি বিভাগে নেকীর সাড়া জাগানোতে সদা ব্যস্ত। এই স্পর্শকাতর সময়ে যখন অপক্ষমতা চারিদিকে পূর্ণশক্তিতে মুসলমানের ঈমানকে নষ্ট করতে এবং তাদের পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, এমনি সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী** আশার আলো হয়ে ঝলমল করছে এবং এই মাদানী সংগঠন উম্মতের ডুবন্ত তরীকে সাহায্য করার, সারা দুনিয়ায় কোরআনের শিক্ষা ও সুন্নাতকে প্রসার করার, কোরআনের আলোয় অন্তরকে আলোকিত করার এবং উম্মতে **মুস্তফা**কে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার অশেষ চেতনায় খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অনেক দেশে এবং শহরে হাজারো জামেয়া "**জামেয়াতুল মদীনা**" নামে এবং মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নিদের জন্য অসংখ্য মাদরাসা "**মাদরাসাতুল মদীনা**" নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এতে নিঃসন্দেহে হাজারো ছাত্র ও ছাত্রী কোরআন ও সুন্নাতের ফ্রি শিক্ষা অর্জন করছে, যেখানে তাদের কোরআনের সৌন্দর্য্য ও ইলমে দ্বীন ছাড়াও শরয়ী এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষন দ্বারা প্রশিক্ষিত করার প্রতি বিশেষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেন ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার পর জাতির এই প্রকৃত স্থপতি সমাজের এই ব্যতিক্রমকে শুধরাতে নিজের ভূমিকা প্রদর্শন করে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর প্রদত্ত এই মাদানী উদ্দেশ্যের অধীনে জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে যাবে যে, "**আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ"

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

কাশ! নেকী কি দাওয়াত মে দোঁ জা বজা,
সুন্নাতেঁ আ'ম করতা রাহোঁ জা বজা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫০২ পৃষ্ঠা)

সালামের সুন্নাত ও আদব

❀ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম দেয়া সুন্নাত। ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ❀ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ বললে দশটি নেকী, اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللہ বললে ২০টি নেকী এবং اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللہِ وَبَرَکَاتُہٗ বললে ৩০টি নেকী অর্জিত হয়। (তিরমিযী, কিতাবুল ইস্তিযান ওয়াল আদব, বাবু মা যিকরে ফি ফদলিস সালাম, হাদীস নং-২৬৯৮, ৪/৩১৫) ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত। ❀ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যধন্য। ❀ সালাম করা এবং সালামের উত্তর দেয়ার উত্তম শব্দ হচ্ছে; اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللہِ وَبَرَکَاتُہٗ وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَۃُ اللہِ وَبَرَکَاتُہٗ অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং **আল্লাহ্ তাআলা** পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৪০৯) ❀ সালাম এতটুকু আওয়াজে দিন যেন যাকে দেয়া হচ্ছে সে শুনে নেয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯০ পৃষ্ঠা) ❀ সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেয়া ওয়াজিব, যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। ❀ হে আমাদের **প্রিয় আল্লাহ্** আমাদেরকে সালামের বরকত দ্বারা ধন্য করো।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত "**১০১ মাদানী ফুল**" এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত "**১৬৩ মাদানী ফুল**" হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহল যায়িল করো,
পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِىْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا ھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْكَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net